গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা

www.rdcd.gov.bd

সভাপতি	স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	২০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২০ ডিসেম্বর,২০২১ খ্রি. তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এর সভাপতিত্বে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

২.০উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান যে, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে আন্তরিকতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৩.০ আলোচনাঃ

সভার শুরুতে গত২২.১১.২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে মিল্ক ভিটার বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। ফরিদপুরে অবস্থিত আলোচ্য প্রকল্পের ভাড়াকৃত অফিস ভবনের ভাড়ার চুক্তি বাতিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও কার্যবিবরণীতে তা প্রতিফলিত না হওয়ায় উক্ত বাড়ী ভাড়া চুক্তি বাতিলের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছেনা। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান বিগত সভায় এ প্রকল্পের বিষয়ে গৃহীত ২ ও ৩ নং সিদ্ধান্তে সংশোধনী আনা প্রয়োজন: ১. "মনিরামপুর উপজেলার" পরিবর্তে মেহেরপুর সদর উপজেলা" এবং "যশোর জেলার" স্থলে "মেহেরপুর জেলা" প্রতিস্থাপিত হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের বাড়ী ভাড়ার বিষয়টি কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত বলে গন্যকরণ এবং"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে উপজেলা সমবায় অফিসার পদায়নের বিষয়ে "মনিরামপুর উপজেলার" স্থলে "মেহেরপুর সদর" উপজেলা ও জেলা সমবায় অফিসার পদায়নের বিষয়ে "যশোর" জেলার স্থলে "মেহেরপুর জেলা" প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয় । উক্ত

কার্যবিবরনীতে আর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি অন্যান্য বিষয়সহ সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'তে অন্তর্ভুক্ত ২১টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়ন) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৪৫৩৫.০০ লক্ষ (জিওবি: ৭৩৩২৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৩১১৯.৫৩ লক্ষ (জিওবি: ২১৯৯০.১৮ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১১২৯.৩৫ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৭৩২.৬৯ লক্ষ (জিওবিঃ ৯০৯৫.০১ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৭২.৫৫ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ১৫৬৫.১৩ লক্ষ) টাকা যা জিওবি বরাদ্দের ১২.৪০%। জাতীয় গড় অগ্রগতি ১২.৫০% (খসড়া)।

সিদ্ধান্ত: ১।মিল্ক ভিটা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের ফরিদপুরে অবস্থিত প্রকল্প কার্যালয়টির ভাড়া চুক্তি ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত কার্যকর যা ২২.১১.২০২১ তারিখের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

২। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে "উপজেলা সমবায় অফিসার" পদায়নের বিষয়ে "মনিরামপুর উপজেলার" স্থলে "মেহেরপুর সদর" উপজেলা ও "জেলা সমবায় অফিসার" পদায়নের বিষয়ে "যশোর" জেলার স্থলে "মেহেরপুর জেলা" প্রতিস্থাপিত হবে।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ:

১.০ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০১০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১২.৬২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৬.০৫%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২অর্থ বছরে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১।ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১,২৪৭টি'র বিপরীতে-অর্জন ৩৪টি।

খ) সদস্য অন্তর্ভূক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৯৬,৯৫০ জনের বিপরীতে-অর্জন ৪,২৯৬ জন।

গ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা ২,৪৬,৫৬৬ জনের বিপরীতে-অর্জন ৩৪,২৫৪ জন।

১) প্রকল্পের আওতায় ০১ (এক) মাসের পরিবর্তে ০২ (দুই) থেকে ০৩ (তিন) মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩) স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং-পউসবি/সিভিডিপি-৩য়/ প্রকল্পের মূল নথি/০২/২০১৮-১২৪০, তারিখ: ০২/১২/২০২১ খ্রি. মূলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জনাব আলফাজ হোসন বলেন যে, ডিসেম্বর, ২০২১ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা হয়েছে; অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় রিকাষ্ট করে পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম-প্রধান জনাব নাহিদ মঞ্জুরা আফরোজা বলেন যে, পিইসি সভার আলোচনার ভিত্তিতেই রিকাষ্ট করা উচিৎ। সচিব মহোদয় বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে সদস্য (সচিব) মহোদয় এর সাথে দেখা করে এ প্রকল্পের সার্বিক বিষয় অবহিত করবেন। অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. রাশিদুল ইসলাম বলেন যে, এটি এ বিভাগের সরাসরি প্রকল্প। এন এস ডিএ মানের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রকল্প রিকাষ্ট করে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অন্যতম অংগ প্রশিক্ষণ, করোনার কারণে প্রায় ০২ বৎসর প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পের আওতায় ০১ (এক) মাসের পরিবর্তে ০৩ (তিন) মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।
৩)স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের দাখিল দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):

২.০ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৩০৩১.৯০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৯৪.৫৫ লক্ষ টাকা য মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৩%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয় পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৩.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) সমিতি/দল গঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫ টির বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৬০৩ টি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২৫টির বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ৩টি। খ) সদস্যভুক্তিঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৮৯৮১ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১২২০ জনের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ২০১ জন। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৬৯৬০ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৬৮০ জনের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ০ জন। ঘ) মূলধন গঠনঃ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন ১১০.৮৫ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৬.৫০ লক্ষ টাকা। ঙ) নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ৯৬২.৪০ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ঋণ আদায় ২৯.৩৫ লক্ষ টাকা। (চ) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ১টির বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।ভবনের নীচতলা মেঝে ঢালাই হয়েছে; নীচতলার মেঝে ছাদ ঢালাই এর সাটারিং এর কাজ এখনও শুরু করা হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। যা তদারকির জন্য বিআরডিবি হতে একজন উপসহকারী প্রকৌশলীকে প্রকল্পের কার্যক্রম স্থল রংপুরে পদায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকসহ প্রেষণে নিয়োজিত বিআরডিবির অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রকল্পে বেতন সংস্থান না থাকায় বিআরডিবি'র মূল কার্যক্রমে পদায়ন করে প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
২) ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৩.০ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৪৭৮৭.৫২ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৪৮৪.০৬২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৪৩.২০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ২১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩১%।
প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:
ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ টির বিপরীতে অর্জন ৫৪০ টি।
(খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতে অর্জন ২৪৩২৮ টি।
(গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতে অর্জন ৬৫০ টি।

(ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে অর্জন ২৭১০ টি।

(ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১৩৩৬২০ জনের বিপরীতে অর্জন ২২১৪০ জন।

(চ) ভিডিসি স্কীম: লক্ষ্যমাত্রা ৪১৬০ টির বিপরীতে অর্জন ১০৪০ টি।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২) প্রতিমাসের শেষ কর্মদিবসে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অনলাইনে প্রতিবেদন প্রেরণ বা গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময় দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে এবং কোনক্রমেই ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার করা যাবে না। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪.০ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৩৭৫.১৪ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯৯৩.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৬১.৫৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬১.৫০ লক্ষ টাকা যা ছাড়কৃত অর্থের ৮২% এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৯% বছরের বাস্তব অগ্রগতি ৪১%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা: ৪৫৫টি জন, অর্জন ১০টি।

খ) সদস্য ভর্তি(জন): লক্ষ্যমাত্রা: ১৫৮০০ জন, অর্জন ১৫৬৬০ জন।

গ) সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা): ৬০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৩৪.৫৭ লক্ষ টাকা (এ অর্থ বছরে)।

ঘ) ঋণ বিতরণ : (আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ্যমাত্রা ২৫২৮.০০ লক্ষ, অর্জন ২১০৩.৪৬ লক্ষ।

ঙ) ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা): লক্ষ্যমাত্রা ৪০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৮৮.১০ লক্ষ টাকা।

চ) প্রশিক্ষণ (জন): লক্ষ্যমাত্রা: ১৫৮০০ জন অর্জন ১৫২৫৫ জন।

ছ) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ বছর ৬ মাস (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আরডিপিপি রিকাস্ট করে জরুরী ভিত্তিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৭২৭৬.৫০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৯৩০.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৪% (জুন-২০২১ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের ৯৫%) এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩২৬৭.১১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪২% (অর্থ অবমুক্তির ৮৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৪% (অর্থ বছরের)।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ৫১২০০ জন, অর্জন ৪৪০৭৯ জন (৮৬%)।

খ) সদস্য অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৩৬০ জন, অর্জন ১৪৯৫১জন (৩২%)।

গ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১২৮০ টি-অর্জন ৭৭৫টি (৬০%)।

ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ জন, অর্জন ৬৯৪০ জন (৩৩%)।

ঙ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৪১.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৪১৯.১৫ লক্ষ টাকা (৪৫%)।

চ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ১৫১৩.৯৯ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৪৬৪.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৬%)।

ছ) প্রদর্শণী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন ৩৫৮ টি (১২%)।

জ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা,অর্জন ৩৬৪.২২ লক্ষ টাকা (৪০%)।

ঝ) বীজ ও চারা বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জন, অর্জন ৮৬৩১ জন (৮৬%)।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮৩১.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২২২.৭৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৩২.৫৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১. মহিলা সমিতি/দল ও কিশোরি সংঘ গঠন: লক্ষ্যমাত্রা: ৩১৮টি, অর্জন ২০টি ।

২. সদস্য অন্তর্ভুক্তি (মহিলা ও কিশোরী): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০.৮০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৭০ লক্ষ টাকা।

৩. সঞ্চয় (মহিলা ও কিশোরী সদস্য): লক্ষ্যমাত্রা ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১০৬১.৪৫ লক্ষ টাকা।

৪. প্রশিক্ষণ (মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারী): লক্ষ্যমাত্রা ৮৫২০ জন, অর্জন ৩১৭ জন।

৫. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১০৬১.৪৫ লক্ষ টাকা।

৬. উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৩০০.০০ লক্ষ, অর্জন ১০০.০০ লক্ষ টাকা।

সিদ্ধান্তঃ

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) ৯ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৭.০ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের মূল এডিপিতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের থোক বরাদ্দ ২৮৪.৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে ১৪২.২৮ কোটি টাকা প্রস্তাব গত ০২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং হতে কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি কার্যক্রম বিভাগের অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। যা শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়া যাবে। উপজেলা পর্যায়ে জনবল সমন্বয়ের লক্ষ্যে উপজেলা গ্রেডিং এবং পারফরমেন্স রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। পারফরমেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে জনবল সমন্বয়ের (বদলী) প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জনবল সমন্বয়ের (বদলী) প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জনবল সমন্বয় ৩১.১২.২০২১ খ্রি. এর মধ্যে করা যাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা, ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালার খসড়া প্রস্তুতের জন্য গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি'র) মাধ্যমে নীতিমালাসমূহের অনুমোদন নেয়া যাবে। সোনালী ব্যাংকের সাথে চলমান MoU নবায়ন এবং সঠিকভাবে Exit Plan নির্ধারণের বিষয়ে ১৫ জানুয়ারী/২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের সাথে সভা আহবানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পল্লী জীবিকায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক ১২.১২.২০২১ খ্রি. তারিখে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার একটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। শীঘ্রই পল্লী জীবিকায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠার নির্দেশিকা, নীতিমালা প্রণয়ন এবং

বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১. দ্রুত নীতিমালাসমূহ চূড়ান্ত করতে হবে।

২. অর্থ ছাড়ের জন্য নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. মাঠ পর্যায়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা প্রেরণপূর্বক বাস্তবায়ন তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. ঋণ তহবিল দ্রুত উপজেলায় প্রেরণ এবং বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. স্বচ্ছ রিপোর্টিং সিস্টেম (Reporting Software) চালু করতে হবে।

৬. সোনালী ব্যাংকের সাথে চলমান MoU নবায়ন এবং সঠিকভাবে Exit Plan নির্ধারণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

সমবায় অধিদপ্তর:

৮.০ "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়েছে। আইবাস এবং হিসাব রক্ষণ অফিসের কাজ শেষ করতে ডিসেম্বর, ২০২১ শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। জনবল আউটসোর্সিংয়ের কারিগরি মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে। তবে মুলধন খাতে অনুমোদিত ব্যয় বাজারদরের তুলনায় কম হওয়ায় ক্রয় প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ফলে ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন।

তিনি আরো জানান ২৩০০ সুবিধাভোগীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফর্মে জরীপ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত ওয়েব সাইট সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসংগে সচিব বলেন, ওয়েবসাইটের তথ্য ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যেন তা সুরক্ষিত থাকে এবং ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ারের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। জানুযারি ২০২২ মাসে মনিরামপুরে এটি চেক বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা এডিপি সভায় উল্লেখ করা হলে সভাপতি জানুযারি মাসের শেষে আয়োজনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সচিব বলেন, হিসাব রক্ষণ অফিসের জিও জারিতে দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টি সিএওকে অবহিত করা এবং পরিবর্তী সভায় সিএও এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

১) এডিপি'র সভায় সিএও, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়কে উপস্থিত থাকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) জানুয়ারি ২০২২ মাসে মনিরামপুরে সুবিধাভোগীদের মধ্যে চেক বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।

৩) ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৪) জরিপ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে এন্ট্রি দিতে হবে এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৫) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৬) বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পূরনের জন্য প্রকল্পের কার্যাদি এগিয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

৯.০ 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৪ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে 'নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক)' এর জিওবি বাবদ রক্ষিত অর্থ হতে ৯১৯.০০ লক্ষ (রাজস্ব ৫৬৬.০০ ও মূলধন ৩৫৩.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের খাতওয়ারী ব্যয় বিভাজন অনুমোদন এবং ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৪৫৯.৫০ লক্ষ টাকার ব্যয় বিভাজন অবমুক্তকরনের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সমবায় সমিতির উপ-আইন চূড়ান্ত হলে সমিতির নিবন্ধন কাজ শুরু করা হবে। বেইজ লাইন সার্ভের কাজ চলমান আছে। কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য ৫টি এলাকায় স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজাইনারের কাছ থেকে এস্টিমেট ব্যয় পাওয়া গেলে জানুয়ারিতে টেন্ডার আহবান করা সম্ভব হবে। জানুয়ারি মাসে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। কমিউনিটি ভবন নির্মাণের বিষয়টি ডিপিপিতে উল্লেখ থাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র দেয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। সভাপতি বলেন কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে পত্র দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:
১)বেইজ লাইন সার্ভে দ্রুত স্থাপন করতে হবে।
২) কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩) সমবায় সমিতির উপ-আইন দ্রুত চূড়ান্ত করে সমিতি গঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
৪) গ্রাম পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।
৫) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড):
১০. বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৪১.৯০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-২২.৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪২%। ২০২১ এর নভেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৫৪১.৮৫ লক্ষ টাকা। যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৮৩.০৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%।
প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন :
ক. হোস্টেল নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০৮০.৪০ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৫৪% ও ৯৬%।
খ. কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, নভেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৩৪.১১ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৯.৩১% ও ৯৯%।
গ. স্কুল ভবন নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা, নভেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৭.৭৭% ও ১০০%। স্কুল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।
ঘ. অটোমেশন: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৯৫.০০লক্ষ টাকা, নভেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৩৩.০৪ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৭.৪৮% ও ৯৫%।
ঙ. এক্সটার্নাল কাজ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, নভেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯০.২২ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৪.৭০% ও ৮২%। সংযোগ রাস্তা ও বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ সহসাই সম্পন্ন হবে।
চ. এছাড়া আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য বিএফআইডিসি'র সাথে চুক্তি করা হয়েছে। কনফারেন্স বিল্ডিং এবং স্কুল ভবনের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন,

২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬২০.০২ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.৭৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৪০৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. ১ম কিস্তির অবশিষ্টাংশ ৮৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ২য় কিস্তির ১০২৩.৭৫ লক্ষ টাকা মোট ১৮৯২.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০৪৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা (৩.৭৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

বিটুমিনাস রাস্তা কার্পেটিং লক্ষ্যমাত্র ৬.৫ কি.মি ,অর্জন ৪.৫ কি.মি(৭০%); এবং ওয়াকওয়ে লক্ষমাত্রা ৮৬৭ বর্গমি, অর্জন ৩৫০ বর্গমি. (৪০%)। ৪নং হোস্টেলের টাইলস এবং ওয়াশরুম সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ও পুন:নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৭৭ বর্গমি, অর্জন ৩১০ বর্গমি (৬০%)। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে Creativity Limited ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এর জন্য কনসালটেন্সি এর জন্য কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগের নিমিত্তে ডিকন ডিজাইন স্টুডিও ফার্ম ঢাকা-কে NoA প্রদান করা হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ চুক্তি সম্পদান করা হবে। প্রকল্প কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মাণ; এবং পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন কম্পোনেন্টের e-GP-তে টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করে NoA দেয়া হয়েছে। ০৫ জানুয়ারি ২০২১ এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।

৩) কনসালন্টিং ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়াঃ

১২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ১৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ে আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৬৩% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি-৪৩.২৪%। প্রকল্পটি মোট জিওবি ২১৪১৯.৭২ লক্ষ টাকা, প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২২৫.৩৪ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ২.০৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৫.৭৯%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক৩০% অর্থ জমাদানকারীদের মাঝে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদ উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।যে কোন সময়েই উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ২) রংপুর প্রকল্পে এ্যাপ্রোচ রোড-এর জন্য মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১১.১০.২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, বাউন্ডারী ওয়াল, মাটি ভরাট এবং মেইন গেট, গার্ডরুমসহ সংযোগ রাস্তা নির্মাণের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ সম্পন্ন করতে ০৩ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদের ২৭২ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে ২৪৪ এর টাকা জমা হয়েছে। এর মধ্যে পৌরসভার মধ্যে কারও বাড়ী আছে কিনা তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, গোপালগঞ্জ-এ পল্লী জনপদ নির্মাণের কাজ ধীর গতিতে চলছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ কোয়ান্টাম নামের অন্য এক প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়েছে। কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবল নিয়োগ করা হয় না। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ কোয়ান্টাম এর সাথে ভালভাবে সমন্বয় করে না। গোপালগঞ্জ-এ পল্লী জনপদ নির্মাণের অগ্রগতি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গোপালগঞ্জের টেন্ডার বাতিল করে অন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা যায় কি না তা পর্যালোচনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, এ প্রকল্পের বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরাদ্দ গৃহীতা সঠিকভাবে সম্পন্ন না হলে সমিতি গঠন করা যাবে না, ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা সমিতির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। আলাদাভাবে

বরাদ্দ গ্রহীতার নামে মিটার সংযোগ নেয়া যাবে না। ফ্ল্যাটের সুবিধাভোগী নির্বাচন, তাদের নিয়ে সমিতি গঠন করে সমুদয় ভবন, জেনারেটর, সাবমারছিবল পানির পাম্প, বিদ্যুতের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সমিতির নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। এ কারণে সুবিধাভোগী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পেরউদ্বোধন করার লক্ষ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২) বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

৩) গোপালগঞ্জ-এ পল্লী জনপদ নির্মানের অগ্রগতি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গোপালগঞ্জের টেন্ডার বাতিল করে অন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা যায় কি না তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৩) এ্যাপ্রোচ রোড এর জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৩. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ছিল ১১৭২৭.৭০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৫৪.২৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৩.০৬% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.১৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৫৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং ৪৯৫.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । আর্থিক অগ্রগতি ৪২.০৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫.৮৮%। নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২০৪৯.৯০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৬.৬২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.১৫%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পেরআওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন:

১)মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সকল পূর্ত কাজের সকল টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।১) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সকল পূর্ত কাজের সকল টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে । অভ্যন্তরীণ রাস্তার আরসিসি ৭০%, সামনের গেট প্লাস্টার এবং ফিনিশিং কাজের জন্য এক মাস সময় প্রয়োজন ও বাউন্ডারী ওয়ালের ৩টি সাইটের সম্পন্ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিশিসহ রংএর কাজ আর ০২ মাস সময় প্রয়োজন হবে। ২) নভেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যে গেটের নির্মান কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে মর্মে আশা করা যায়। ৩) প্রকল্পের নাম শেখ রাসেল নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রয়েছে।

রংপুর ও জামালপুর একাডেমীর আইন অনুমোদনের অগ্রগতির বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) বলেন যে, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর আইন, ২০২১ এবং শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর আইন, ২০২১ এর খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের লক্ষ্যে গত ২০-০৯-২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় “ধারা ৯: অনুযায়ী ভবিষ্যত জটিলতা এড়ানোর স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সমধর্মী সার্টিফিকেট প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যদি থাকে) এর লিখিত মতামত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন এর খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান বিষয়ক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর আইন, ২০২১ এবং শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর আইন, ২০২১ খসড়ার ৯ ধারা’র উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে গত ২৭-১০-২০২১ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে ৯ ধারা’র উপর কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে মতামত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে ডিপ্লোমা/ডিগ্রি প্রবর্তন, ফেলোশিপ প্রদান ইত্যাদি-(১)

একাডেমী সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্তসহ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বোর্ডের নির্ধারিত মান অনুসরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উক্ত মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া সভায় আর ও জানানো হয় যে, একাডেমীসমূহের অনুকূলে প্রস্তাবিত মোট ২৯৮ জন জনবলের কাঠামোটি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে একটি সভা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:

১) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যেসকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২)কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩) প্রকল্পের নাম শেখ রাসেল নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক। ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৪. জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৮৭৩.৫০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ে র ৬৩.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৮৪%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৪৩৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০৭৭.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৮২.৯৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ২৪.৮৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫২.৯১% (২০২১-২২ অর্থ বছর)।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ভূমি উন্নয়ন: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৯০৫৫ ঘ:মি:-অর্জন ২২৭৬৬১ ঘ:মি: (৮৫%)। খ) সীমানা প্রাচীর মেইন গেট ও গার্ড সেডসহ: লক্ষ্যমাত্রা ২১৫৭ ব:মি:-অর্জন ৫৫০ ব:মি: (৪২%)। গ) প্রশাসনিককাম অনুষদ ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ ব:মি:-অর্জন ৬০০০ ব:মি: (১০০%)।ঘ) ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রে: লক্ষ্যমাত্রা ৪২০০ ব:মি:-অর্জন ৪২০০ ব:মি: (১০০%)। ঙ) সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০ ব:মি:-অর্জন ২৭০০ ব:মি: (১০০%)। চ) সাধারন হোষ্টেল (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ২১৬০ ব:মি:-অর্জন ২১৬০ ব:মি: (১০০%)। ছ) মহাপরিচালকের বাংলো: লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব:মি:-অর্জন ৩৮০ ব:মি: (১০০%)। ঝ) ইউনিট সমূহ (৬টি): লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ব:মি:-অর্জন ১৭৬৪ ব:মি: (১০০%)। ঞ) মসজিদ: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৬ ব:মি:-অর্জন ২৬৬ ব:মি: (১০০%), ওযুখানা-৯০%। ট) বারান্দা: লক্ষ্যমাত্রা ১১৬০ ব:মি: -অর্জন ৪৫০ ব:মি: (৪৮%)। ঠ) রাস্তা/জনপথ: লক্ষ্যমাত্রা ১৪১৫৬ ব:মি:-অর্জন ৭৫০০ ব:মি: (৬৬%)। ড) পানি নিস্কাশন: লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ ব:মি:-অর্জন ৩৬২ ব:মি: (৪৮%)। ঢ) স্কুল ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬২০ ব:মি:-অর্জন ৩১৫ ব:মি: (৬২%)। ডরমেটরী ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৭২৫ ব:মি:-অর্জন ২৪০ ব:মি: (৪৯%)। ণ) ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৭ ব:মি:-অর্জন ১১৩ ব:মি: (৩১%)। ত) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহের: সংখ্যা- ০৭ট-অর্জন-০৭টি (১০০%)।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, সামনের বাউন্ডারীর ফাউন্ডেশন শেষে হয়েছে। গ্রেড বিমের কাজ চলমান রয়েছে। রাস্তার কাজ ৮০% আর, সি, সি ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি Brick Pavement এর কাজ চলমান রয়েছে। স্থাপনা নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১)লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) স্থাপনা নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৫. সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ টাকা ২৫৩৪.৫৫ লক্ষ, ক্রমপুঞ্চিত ব্যয় টাকা ২৪৬৯.৪১ লক্ষ, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১.৯১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬১.৩৭%।

২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৩০৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ছাড় হয়েছে টাকা ৩২৬.৭৫ লক্ষ, যেখানে ব্যয় হয়েছে টাকা ৩৭.৩১ লক্ষ, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার _২.৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১২.০৭%।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) চলতি অর্থ বছরে ১১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০টি এলাকা জরীপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৫টি এলাকা (১) বড়বাড়ী, সিংহশ্রী , কাপাসিয়া, গাজীপুর; (২) বুড়িপুকুর, চকরিয়া, কক্সবাজার এবং (৩) সেনপাড়া, সিন্দুরমতি সদর, লালমনিরহাট; (৪) গচাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং (৫) মাজিহাট, মিরপুর, কুষ্টিয়া চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ০৩টি সাইট (বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর এবং সেনপাড়া, সিন্দুরমতি সদর, লালমনির হাট এবং গচাপাড়া, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ) এর মূলধন ব্যয়ের ডাউন পেমেন্ট জমা হয়েছে; প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অপর ২টি সাইটের ডাউন পেমেন্ট জমার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ০৩টি উপ-প্রকল্পে ২৪০ জন কে ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে । ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ও প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের ডিপিপিতে ১৫টি সাইটের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে ১১টির। এ বছরে ৮টি সাইটের কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সচিব ৮টি সাইটের মধ্যে কতটি সাইটের স্থান নির্বাচন হয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ০৪টি সাইটের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো সাইটের জায়গা নির্বাচন করা হয়নি। উপকারভোগী র্নিবাচন করা হয় নি। ঋণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। এসব কার্যক্রমের বিষয়ে গুরুত্বসহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সচিব প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) স্থান নির্ধারণ পূর্বক আরএডিপিতে বরাদ্দের প্রস্তাব কমিয়ে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে।

২)ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৬. কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫১০১.৭৩ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০৪৩.৩৬ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৮১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.০৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৭০৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৭৭.২৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৭৬.৯৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ১৫.২৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৮.২০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ক) ভূমি অধিগ্রহণ: ৮টির মধ্যে ৭টি সম্পন্ন হয়েছে। খ) এপিএম ইউনিট নির্মাণ: ৭টির NOA দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ) আরডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ঘ) সুবিধাভোগী নির্বাচন: জুলাই-অক্টোবর/২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬৩০ জন-অর্জন ৬৩০ জন। ঙ) গরু বিতরণ: অর্থ বছরেলক্ষ্যমাত্রা- ৮১০১ টি, জুলাই-নভেম্বর/২১ পর্যন্ত বিতরণ ১৭৬৩টি। চ) প্রশিক্ষণ প্রদান: অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৩৬৯৩ জন; জুলাই-নভেম্বর/২১ পর্যন্তঅর্জন- ১৪৭০ জন। ছ) সুফলভোগীদের গরুর খাদ্য ও ঔষধ সহায়তা : অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৮৩৮০ জন, জুলাই-নভেম্বর/২১ পর্যন্ত অর্জন-২০৯৫ জন। জ) ভূমি উন্নয়ন: NOA দেয়া হয় েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় গরু ক্রয় কমিটিতে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। এজন্য গরু ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময় মত তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। এজন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া এবং এপিএম ইউনিটি তৈরীর জন্য টেন্ডার আহাবানের বিষয়ে গুরুত্বরোপ করা হয়। এছাড়া সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) অবশিষ্ট সাইটের ভূমি অধিগ্রহণসহ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।

৩) সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক।

১৭.মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৫৮০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০.০০ লক্ষ টকাআ যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০০.০০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৩১৩.৩৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১১৭৮.৫১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৭৫.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গবাদি পশুর মানসম্পন্ন উপকরন প্রচার ও বিতরণের জন্য ৯টি কৃষি উপকরন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/এগ্রো-ইনপুট কোম্পানীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৮টি পোল্ট্রি হ্যাচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেখানে ১২০০ জন মহিলা ৮,০০০ দেশীয় মুরগি পালনের সাথে যুক্ত। গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক এবং নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬০ জনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে। ভিশন সেটিং ওয়ার্কসপ ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন সম্পন্ন হয়েছে। জেলা পর্যায়ের ওয়ার্কসপ আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান আছে। ৩টি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার মিট ও ট্রেডার্স মিট সম্পন্ন হয়েছে। ১২ জন মহিলা ভ্যাক্সিনিটের (মুরগির জন্য) নিযুক্ত করা হয়েছে। ৭,৫০০ মেট্রিক টন ভূট্টা, ৪৫,০০০ মেট্রিক টন আলু, ৩২,০০০ মেট্রিক টন মিষ্টি কুমড়া সংগ্রহ/ক্রয় করা হয়েছে। ১৫ টি প্রোকিউরমেন্ট সেন্টার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। ৪ টি মাইক্রোফিন্যান্স (এনডিপি, এসকেএস, গাক এবং ইএসডিও) এর মাধ্যমে ৬০০ জন কৃষক ও ১৫০ জন উদ্যোক্তার মাঝে সর্বমোট ২.৫ কোটি টাকা মৌসুমী ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে।

সিদ্ধান্ত:

লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

পল্লীদারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

১৮. আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৬.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ১২৩৫.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১.৭০৮২৪ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.৪৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.৪২%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা। যা বরাদ্দের: ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%। উল্লেখ্য, সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু হলে সকল অর্থ যথাসময়ে ব্যয় সম্পন্ন হবে।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন ইতোমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পাওয়া গেছে।

২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে স্বাক্ষরিত ১৩টি MoU সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

৩) পুনর্গঠিত ডিপিপি ইতোমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

১ম পর্যায়ের ক্রয়কৃত ৩০০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির যন্ত্রাংশ বিদেশ হতে আমদানির লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লেটার অব ক্রেডিড (এলসি) খোলা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যে উক্ত মালামাল বাংলাদেশে পৌছাবে। প্রকল্প এলাকায় ১ম পর্যায়ে টুঙ্গিপাড়া, মনিরামপুর, লালমাই, মনোহরগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ভেদরগঞ্জ, আগৈলঝরা ও গৌরনদী উপজেলার নির্দিষ্ট স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের জন্য চূড়ান্তকৃত তালিকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে মনিরামপুর উপজেলায় সড়কবাতি পোল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি আমদানি পরবর্তী দ্রুত স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩) অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):

১৯. সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৯০.৪৫ লক্ষ টাকা(জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.২০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্পটির অনুকূরে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০% (অর্থ বছরে)। সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গত ২৮/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় মেশিনারীজসমূহের ট্রায়াল রান আগামী মার্চ, ২০২২ নাগাদ শুরু হতে পারে। প্রকল্প এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ লাইনের জন্য ইতোমধ্যে ডিমান্ড নোট জারী করা হয়েছে। লিথুনিয়া হতে সংশ্লিষ্ট প্রকোশলীবৃন্দ দেশে আসার পর বাটার প্যাকেজিং ও মেশিনসমূহের কমিশনিং শুরু হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের ৩ মাস প্রশিক্ষণ ও ৩ মাস পরীক্ষামুলক উৎপাদন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২. ভারতীয়দের ভিসা প্রাপ্তি সহজিকরণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. মেশিনারীসমূহের ট্রায়ালরান সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
৪. পল্লী বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ লাইন স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫. মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।

২০. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫৭৩৫.৬৭ (জিওবি: ৪২৪৮.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১৪৮৭.৬৭ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা(জিওবি: ২৬২৭.৬৪ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১১১৯.০০ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৮.১৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.৯৪%। প্রকল্পটির অনুকূরে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, মিল্ক ভিটা: ০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০% (অর্থ বছরে)। প্রকল্পেরআওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ
প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, জমি রেজিষ্ট্রেশন জানুয়ারিতে শেষ হবে। স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জমি প্রকল্পের দখলে আছে। আলোচ্য প্রকল্পের মেশিনারীজ SGS নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্সপেকশন করার কাজ চলমান রয়েছে। ১ম লটের যন্ত্রাংশ চলে এসেছে। পোস্ট ল্যান্ডিং পরিদর্শনের নমিনেশনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
২)১ম লটের মেশিনারীজসমূহ পরিদর্শন সম্পন্ন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চতকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কার্যকর ও নিয়মিত মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।
৪) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

২১. বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে্ প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩৩০১.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২০.২১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২০.৫৯%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২৫২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৫.৫৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০০.৩৬%। বাস্তব অগ্রগতি ০% (অর্থ বছরের)।

প্রকল্পের আওতায়২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:
ক) উচ্চ ফলনশীল জাতের অস্ট্রেলিয়ান জাম্বু ঘাসের বীজ সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে সমবায়ীদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এলাকায় ঘাস চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে; খ) প্রাণি টিকা ও ঔষধ এবং বীজ (হিমায়িত সিমেন) সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে প্রাণিটিকা ও হিমায়িত বীজ প্রদানের ফলে গর্ভ ধারণের জন্য ৭৭৯ টি গাভীকে সময়মতো কৃত্রিম প্রজনন করানো সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান বলেন, দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:১) প্রকল্পের আরডিপি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:

১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (সমবায় অধিদপ্তর):

সভায় জানানো হয় যে, গত ১১.০২.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

২. মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) (বিআরডিবি):

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৪. বঙ্গবন্ধু আত্মনির্ভরশীল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৫. লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্রদ্রের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৬. বৃহত্তর দিনাজপুর- রংপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯-জুন, ২০২৪) (মিল্ক ভিটা):

প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের বিষয়ে ২৩.০৯.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক মিল্ক ভিটা গত ৫ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব, বিগত ২ বছর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিগত ৫ বছরের অডিট রিপোট তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত পত্রের ছায়ালিপি মিল্ক ভিটায় প্রেরণ করা হয়েছে। মিল্ক ভিটা হতে প্রস্তাবনা পাওয়া যায় নি।

অর্থায়নের ধরণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২)প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৭. রূপকল্প: ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর,, ২০১৮ হতে জুন,২০২২) (এসএফডিএফ):
সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত:প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।
৮. করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা (নভেম্বর, ২০২০-জুন, ২০২৩) (এসএফডিএফ):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত:পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স কাম অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কে শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)(এসএফডিএফ):
সভায় জানানো হয় যে, এসএফডিএফ হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি। ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

১০. টেকসই কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা):
সভায় জানানো হয় যে, জনবলের প্রস্তাব গত ১০.০১.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
সিদ্ধান্ত:পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

১১. গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা):
সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপিতে কিছু অংসগতি সংশোধনের জন্য পুনরায় বার্ড, কুমিল্লাতে ফেরত দেয়া হয়। এখনও পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

১২. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) (পিডিবিএফ):

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১.০৮.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। থার্ড পার্টি ফার্ম এর মাধ্যমে Feasibility Study করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটির অর্থায়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২) নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে Feasibility Study করতে হবে।

৩)প্রকল্পটির অর্থায়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৩.শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (আরডিএ, বগুড়া):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের মাচনা ও ঠটে কামালপুর মৌজায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এনওসি প্রদানের জন্য গত ১৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে এ বিভাগ হতে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে এবং মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুলিপি প্রদান করত: পরিচালক, পরিবেশ অফিস, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়েকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে এ বিভাগ হতে ০৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়াকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর আলোকে এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:
১)আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
২)পিইসি সভার কার্যবিবরণীর আলোকে পুর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৩)পরিবেশ অধিদপ্তরের এনওসি প্রাপ্তির বিষয়ে পরিচালক, পরিবেশ অফিস, খুলনা ও যশোর এর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।
১৪. বাপার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬) (বাপার্ড):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাপার্ড।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্প :
১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪০০.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি চলতি ডিসেম্বর, ২০২১ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৪০০.০০ রক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯৮.০৯ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৫২২% এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইতোমধৌএ ৫১৭টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ আগস্ট, ২০২০ মাসে সম্পন্ন হয়েএ যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫২২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং এমওইউ স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:
১) মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) স্বাক্ষর করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১২৯টি সৌর বিদ্যুতায়তি সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোটি বরাদ্দ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১৪ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা যা মোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৬৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯১%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়ছে মোট ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩২.৮৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮% (অর্থ বছরের)। প্রকল্পটির মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৩৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত ১০৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৩৯%। মেইনটেন্যান্স এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) স্বাক্ষর করার বিষয়ে এবং অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)মেইনটেন্যান্স এবং সম্পদ হস্তান্তর এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) স্বাক্ষর করতে হবে।

৩) ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সৌরবাতি রক্ষণাবেক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্পের সৌরবাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৩.গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন,২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত পর্যন্ত বরাদ্দ ০.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০.০ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.

০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২১.৯০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২৪.৩৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩% উল্লেখ্য যে, ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে্ প্রকল্পের আওতায় ৩৭৩ টি এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩ এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মুল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা সম্পন্ন করে দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত: ১.কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২. দ্রুত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে কার্যাদেশ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৫. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্প পরিচলক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উক্ত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। এছাড়া ১ম কিস্তি বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকাঅর্থ ছাড়ের বিষয়েবাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২)অর্থ ছাড়ের বিষয়েবাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফও প্রকল্প পরিচালক।

৬. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে "গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণকমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ০.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০.০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ০.০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০% (অর্থ বছরের)। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মূল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) জারী করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদন করে দ্রুত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত:১) সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয়ে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বিবিধ সিদ্ধান্ত:

১) দপ্তর/সংস্থার পরিকল্পনা উইং এ পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান রাখতে হবে। পরিকল্পনা উইংকে শক্তিশালী করতে হবে।

২) বরাদ্দ বিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সব প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থা হতে এখনও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সে সব প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩) দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের নির্ধারিত ম্যান্ডেন্ট অনুযায়ী নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে।ম্যান্ডেন্ট বহির্ভূত কোন প্রকল্প নেয়া যাবে না। প্রকল্পসমূহ অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচনমূলক এবং গবেষণামূলক প্রকল্প হতে হবে।

৪) প্রতিমাসের শেষ কর্মদিবসে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অনলাইনে প্রতিবেদন প্রেরণ বা গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময় দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে এবং কোনক্রমেই ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার করা যাবে না।

বাস্তবায়নে: সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান।

৬.০। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি বছরের শেষ এডিপি মিটিং-এ সকলকে নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা ও

ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১-৮

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪২৮
১১ জানুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণলায়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৫) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৬) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা
৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মিরপুর, ঢাকা।
১১) প্রধান, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১২) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩) প্রকল্প পরিচালক, , সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
১৫) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া. গোপালগঞ্জ।
১৮) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪) চীফ এ্যাকাউন্স এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার,, চীফ এ্যাকাউন্স এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুণবাগিচা, ঢাকা।

২৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৬) প্রকল্প পরিচালক , (সকল)----------।

২৭) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।

২৮) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১ , মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।

আজীজ হায়দার ভুইয়া
উপসচিব